Remembering Sukla Sengupta

Farewell Dear Sukla,
You have left as it was time for you to go.
Your friendship was a blessing,
And your time in Tokyo will be remembered
By all who got to know you.

Your helpful, cheerful nature,
Your friendly ways,
Your indomitable spirit,
And your enthusiasm
To organize something new,
You knew just what to do.

We had so much fun
Rehearsing for programs
Staging the first Dance Drama in Tokyo
Under your guidance.
Your enthusiasm for holding the first Durga Puja in Tokyo
Will never be forgotten.

The Addas, the dinners that you hosted at your home,
It will stay with all of us as unforgettable gatherings.

We started a friendship with a “hello”
And never thought it will be ending so soon.
This is a truth that is hard to accept,
The memories we have of you will
Forever be remembered.

- Rita Kar

শ্রদ্ধার্ঘ্য– প্রয়াত শ্রী পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবনমরণের সীমানা ছাড়ায়ে
জাপান – সিঙ্গাপুর হয়ে

"তোমরা কি ভাবছো বলোতো বিশ্বদা- ভাস্বতী- রিটায়ারমেন্টের পর কোথায় থাকবে ? আমি তো কোলকাতা যেতে চাই, আমার মন পরে থাকে ওখানেই" – এই কথোপকথন পুলকদার সঙ্গে গতবছর জুনমাসে (২০২১) আমাদের শেষবারের দেখায়। পুলকদা ও পাপিয়াকে আমরা চিনি সেই জাপানের শুরুর দিনগুলো থেকেই ২০০১ সালে। তারপর এতগুলো বছর পেরিয়ে ২১ বছর পর যখন এই পরিচয় প্রাপ্তবয়স্ক হোল তখনই পুলকদা "না ফেরার দেশে" পাড়ি দিলেন।

২০০১ এ আমরা প্রথম যে বাড়ীতে থাকতাম সেটা ইয়কোহামা ৎসুনাসিমা নামক এক অঞ্চলে। এই এলাকায় আমাদের ট্রেনলাইন ছিল - যা শিবুয়া থেকে ইয়োকোহামা পর্যন্ত যাতায়াত করত। এই তোয়োকোসেন এর আশেপাশে আমরা বেশ কিছু বাঙালি পরিবার থাকতাম বিভিন্ন স্টেশন এলাকায় এবং এই ট্রেনে কখনো কখনো হঠাৎ দেখা হয়ে যেত কারো কারো সাথে। করবীদি (করবী মুখার্জী) মাঝেমধ্যে সন্ধ্যেবেলায় আসতেন আমাদের বাড়ীতে আমার শাশুড়িমার সাথে গল্প করতে, কিছুক্ষন গল্প করে চলে যেতেন পুলকদা- পাপিয়ার বাড়ীতে। বলতেন "পুলকের সাথে থাকলে এমন হাসায় যে পেটে খিল ধরে যায় আর সারা সপ্তাহের ক্লান্তি কেটে যায়"। মঞ্জুলিকাদি (মঞ্জুলিকা হানারি) ও পাপিয়ার প্রশংসায় পঞ্চমুখ – "এত ভালো স্বভাবের মেয়ে যে তুলনা হয়না" – পুলকদা তো সবারই প্রিয় তাঁর স্বভাবগুণে। পুলকদার মতো এমন সদাহাস্যময় মানুষ কমই দেখা যায়। কথায় কথায় ঠাট্টা-ইয়ার্কি, হাশি-তামাশা লেগেই আছে। বাঙালি রসবোধ ও রসিকতার ভাণ্ডার ছিলেন পুলকদা। যেকোনো মুহূর্তকেই হাল্কা করে দিতে পারেন এমন মানুষ বিরল – এটাই পুলকদার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

২০০৮ পর্যন্ত পুলকদা, পাপিয়া ও প্রমা (মেয়ে) জাপানে ছিলেন, তাই যে কোন BATJ এর অনুষ্ঠানে দেখা হোতো। আর পুলকদা থাকা মানেই একটা হাসির পরিবেশ তৈরি হোতো। ২০০৫ সালের দুর্গাপুজার কথা, সেবারে শ্যামলদা-রীতাদি কোন এক বিশেষ কাজে কোলকাতা গিয়েছিলেন তাই পুলকদা আরো কয়েকজনের সাথে পুজোর মুল দায়িত্বে ছিলেন। ঠাকুর ও পুজোর হল সাজানোর দায়িত্বে আমিই থাকতাম তাই প্রয়োজনে শ্যামলদার সাথে আলোচনা করে নিতাম। সেবছর যতবারই পুলকদার সাথে কথা বলতে যাচ্ছি "পুলকদা" সম্বোধন করে ততবারই আমাকে বলছেন – "আমি এবারে শ্যামলদা, পুলকদা নই"- পুজোর দিনটা এভাবে হাসতে হাসতে কেটে গেলো। পুজোর অনুষ্ঠানে সবাই জড়ো হয়ে আড্ডা দেওয়া অতি পরিচিত দৃশ্য আর পুলকদা তাঁর রসবোধ ও স্বভাবগুণে আড্ডার মধ্যমনি হয়ে বিরাজ করতেন।

এরপর পুলকদারা সিঙ্গাপুরে চলে এসেছিলেন এবং আমরাও ২০১৭ সালে সিঙ্গাপুরে চলে আসি। সিঙ্গাপুরে এসে যোগাযোগ হয়েছে, বিশেষত দেবাশিস-নিবেদিতাদের সাথে পুলকদার বাড়ীতে বেশ কয়েকবার গিয়েছিলাম। টোকিও থেকে সিঙ্গাপুরে আসা আরো বাঙালি পরিবারের সাথে একসঙ্গে আড্ডা, হাসি-ঠাট্টায় সময় কাটিয়ে বাড়ি ফিরেছি, মনে হয়েছে আমরা সবাই যেন জাপানেই রয়েছি। মাঝে গতবছর জুনে আমি আমেরিকায় মেয়ের কাছে কয়েক মাস কাটিয়ে সিঙ্গাপুরে ফিরে শুনলাম পুলকদারা ভারতে ফিরে গিয়েছেন। পুলকদার শারীরিক অসুস্থতার কথা আগেই জেনেছি আর সেই চিকিৎসার জন্যই ভারতে গিয়েছেন। মাঝে মাঝে ফোনে পাপিয়ার সাথে কথা হোতো আর পুলকদার গলাও কখনো কখনো শুনতে পেতাম। হাসপাতালে শেষের দিনগুলিতে অনেক কষ্টের মাঝেও স্বভাবসিদ্ধ রসিকতা ভুলে যাননি। একদিন হাসপাতালে ভাগ্নেকে বলেছিলেন "এই দেখ তুই আমাকে মামা ডাকবিনা" কারন বম্বেতে হাসপাতালের ওয়ার্ডবয় দের মামা বলে ডাকে।

আমাদের বেশ কিছু বন্ধুরা পুলকদার সম্বন্ধে নিজেদের স্মৃতি জানিয়েছেন সেগুলি আমি এখানে লিপিবদ্ধ করলাম।

শতরূপার স্মৃতিতে (শ্রীমতী শতরূপা ব্যানার্জী) "পুলকদাকে একজন স্নেহশীল পিতা হিসেবেই আমি দেখেছি। প্রমাকে নিয়ে যখনই রিহার্সালে আসতেন বা থাকতেন প্রমার সব আবদার স্নেহভরে শুনতেন ও সেগুলি পূরণ করার চেষ্টা করতেন"।

সমুদ্র (শ্রী সমুদ্র দত্তগুপ্ত) র স্মৃতিতে "সদাহাস্যময় পুলকদা আমাকে ব্যবসায়ী বানানোর পথিকৃৎ। ওনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ ২০০১ সালে অলর্কর (অলর্ক কুণ্ডু) বাড়ীতে, রামকৃষ্ণ মিশনের মহারাজ-জীর বদান্যতায়। এরপর প্রায়ই দেখা হোতো বিভিন্ন বাঙালি অনুষ্ঠানে বা রামকৃষ্ণ মিশনে। বছর তিনেক পরে উনি আমাকে ইন্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্কারস অ্যাসোসিয়েশান এর তৎকালীন প্রধান এর সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন কম্প্যুটার এর কাজের ব্যাপারে, সেই আমার ব্যবসার সূত্রপাত। একজন ভালো কম্প্যুটার জানা ছেলে হিসেবে আমাকেই পাঠিয়েছিলেন এবং সেই কাজের সুত্রেই আরো অনেক নতুন কাজের যোগাযোগ সম্ভব হয়েছিলো, তাই নিঃসন্দেহে পুলকদার অবদান আমার জীবনে অসীম। ওনার কাছে ডিজিটালের অনেক মজার গল্প শুনেছি কিন্তু কোনদিন কারো সম্পর্কে নিন্দা শুনিনি"।

দেবাশিস (শ্রী দেবাশিস দাস) এর স্মৃতিতে "পুলকদা একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী ও অফিসের সকল কর্মীদের কাছেই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন। কাজের ক্ষেত্রে উনি উৎসর্গীকৃত ও প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন। অতুলনীয় রসবোধ প্রশংসার দাবী রাখে। খুব ভালো দলনেতা, অধস্তন কর্মচারীদের মতামত সানন্দে শুনতেন। খুব নম্র, বিনয়ী ও মিশুকে মানুষ ছিলেন"।

নিবেদিতার (নিবেদিতা দাস) স্মৃতিতে "পুলকদার সাথে প্রথম পরিচয় আমার সহকর্মী হিসেবে ডিজিটাল কোলকাতা অফিসে। আমি সেখানে প্রথম মহিলা ইনটার্ন হিসেবে চাকরি পেয়েছিলাম। এরপর বিয়ের পর জাপানে চলে আসি। সময়টা ১৯৯৮ সাল হবে আমি জানতে পারলাম যে পুলকদা জাপানে Citi তে চাকরি করেন। সেই সময় ইমেল-মোবাইল এর এতটা চল ছিলোনা তাই আমার স্বামীকে (দেবাশিস) বললাম যোগাযোগ করতে। দেবাশিস ও Citi তেই চাকরি করত তাই খুঁজেপেতে সময় লাগেনি। নিবেদিতা মিত্র কে চেনে কিনা জিজ্ঞাসা করায় পুলকদা অবাক হয়ে বলেছিলেন "আমিতো খুব ভালো করেই চিনি, কিন্তু তুমি চিনলে কি করে?" দেবাশিস পরিচয় দেবার পর দুজনেই হাসিতে মুখর। তারপর নতুন ইতিহাস, পুলকদা-পাপিয়া আমাদের খুবই কাছের মানুষ হয়ে গেলো, পারিবারিক বন্ধুর মতো। যখনই দেখা হোতো ডিজিটাল কলকাতার পুরনো গল্প করতাম খুব, যদিও পাপিয়া আর দেবাশিস একই গল্প শুনে শুনে বিরক্ত হোতো। প্রচুর মধুর স্মৃতি রয়েছে যা এখন শুধুই আনন্দের ভাণ্ডার হয়ে থাকবে"।

সকলকে আপন করে নেওয়া, অফুরন্ত প্রানশক্তির ভাণ্ডার ও জীবনের যেকোনো কঠিন মুহূর্তকে হাসিতে ভরিয়ে তোলা – এইসব দুর্লভ গুণগুলো নিয়েই পুলকদা ওপারে পাড়ি দিলেন। আমি নিশ্চিত যে অন্যপারে সকলকে আনন্দ দিতে ব্যস্ত ও হাসিতে মাতিয়ে রেখেছেন। এইরকম প্রানবন্ত এক দুর্লভ মানুষ পুলকদাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা, প্রণাম ও ভালোবাসা জানাই। ভালো থেকো পুলকদা।

- ভাস্বতী সেনগুপ্ত ঘোষ

The Delight

(The jar of almonds left after the cashews were eaten)

Where do I begin? The end just went by.

How does one pen down pain which one has to live with? How does one get used to such pain? How does one accept untimely demise? How does one crystalise the tears that refuse to stop, well up, dry up and well up again….

May the soul of my friend who I will always remember as one who epitomised his name in imparting delight to everyone around him, Rest In Peace. I knew him for 21 years and what life can never give, death gave: immortality. He is immortal in my heart and mind. His infectious giggle, his belly laugh after cracking a joke making his jokes more humorous than what they may have been (it took us lesser mortals a while to get the super witty jokes with that sharp British humour), his unusual capacity to open up his being and soul showing his enormous strength to be openly so vulnerable…. All these are part of me now. I remember him every other day as I go about my life, as someone who earned a deep respect from me by candidly being who he was, sans mask. I shed a tear every other day as I remember my last moments with him which I had luckily chronicled at that time. I have read it multiple times to commemorate Poolakda as I try and reinforce the immortality through the memories I carry. The lucky chronicle:

Sunday, November 14, 2021

The Delight

That is what Poolak means.

He was in charge of RSS - Rate Setting System in Citi Tokyo. He was bald and had a round face-n-body when I first met him in the Aug of 2000. I was fresh out of MBA college, stepping into the world of Finance, of which I understood less than I understood of Dickens and Voltaire. Yet there I was.

My desk was right next to him. I wanted to reach the top in the shortest possible time - exponential was my intended trajectory. He was very happy to be seated next to mine with an intended trajectory of a lark - efficient in working but happy to go wherever life took him. While I was busy traversing the political world of Citi, saving myself from a dagger or two as I climbed fast .... he was inconsequential in my climb and rise. I was happy to lead projects to clean and efficient conclusion and noticed him because his component to the project was always delivered before time and with no glitches ever. I also occasionally noticed that he laughed a lot. Laughed at the slightest provocation and he loved British humour. He had very eclectic literary tastes with no appearance of it - in fact quite the contrary. You knew him only after you have gulped down a few coffees with him.

Years passed by, he remained, I left..... and life took over as our path again crossed in Singapore. He again remained in the outskirts of my fiery existence in this city state till he chose to contract the dreaded disease of cancer. Somewhere it shook my being. I have known him on and off work, a colleague and a friend, in smiles and in tears through 21 long years. He was a part of the canvas of my life for too long a time.

I visited him in the odd hours of an afternoon - alone, as soon as I heard. I could not keep him in the outskirts. I could not wait for a proper time to visit. I could not wait to ask permission for a convenient time for me to visit. I could not wait for someone to accompany me for the visit. I just went.

The fragility of life vibrated in front of me.

His fears, his hopes, his shiver at the mention of prospective pain while chemo started.

The fragility shone in front of me.

There he was all bare, naked with his deepest fears trembling in his eyes, his life slipping out of his hand. I fought hard to see the blue sky past his still bald head. His constant jokes, so much a part of him, pained me even as they inevitably made me laugh out loud. What was an uncertainty to him, was a certainty visible to me. They were forced to decide to leave for India at long last.

The last three days of his stay in Singapore was in our house. I must have done something good in my life to be gifted with those moments. We canceled every thing we had for those 3 days. We talked of our families, the parts that hurt and the parts that gratified. We talked of and watched the funniest British comedy shows and rolled in laughter over the Sub Prime crisis. When he ate only the cashew nuts from a mix of Almonds and Cashews, I questioned him on his choice of whites over browns and he replied he loved Trump. He took the whole day to drink a cup of cold coffee - in his case, the coffee “unfortunately turned warm” instead of a lament over the opposite phenomenon.

As he finally limped slowly out of the lift towards the car waiting to take him to the airport, his smile seemed to fade and quiver. As he slowly lifted his operated leg to fit inside the car, his smile trembled in his eyes. As the door was about to close, I could not stop myself from giving him a long and tight hug. He held me and his voice trembled as he said, “Amar bhishon kanna pachhe Sulata.”

There are many goodbyes in life.

Some stay etched for eternity. For inexplicable reasons.

Tuya at 22:47

- Sulata

Remembering Neelanjan

Neelanjan Bhattacharjee was born on October 18, 1961 in Kolkata, India to Sucharu and Jana Bhattacharjee. He was the third child and only son among six children. He went to St. Mary's Boys School. He went on to crack one of the most difficult college engineering entrance exams, the Joint Entrance Exam, but opted to pursue physics, his favorite subject, at St. Xavier's College, Kolkata. He started his career in his home town with an IT company, DPS, and then went to Europe where he played the key role of business developer and technical leader of projects with existing or new clients. He had also extensively worked in the Netherlands, France, and England.

In December of 2003, Neelanjan joined HCL Technologies, where he worked for the next nineteen years. He became the President and Representative Director of HCL Japan Ltd. To quote his friend and colleague, Ganesan Hari Narayanan, Neelanjan was "widely respected for his astute leadership, excellent communication skills, and passion for sales. For many — he was a good friend, philosopher, and guide." He was more than a boss; his team members from HCL considered him to be a father figure.

Neel passed away on May 2, 2022 at the age of sixty after an incredibly brave battle with cancer. Neelanjan was a much loved member of the Indian community in Tokyo. He had a beautiful voice and a natural gift for music. His friend and film director Anik Dutta said of Neelanjan, "Sodahasyomoy. Kono rokom marpyanch chhilo na. Darun gaito. Bisheshoto Bhatiyali. Udatto konthey ashor jomiye dito," which means that he was the life of the party and his beautiful voice would fill up the room. He is survived by his wife, Hiya, and two children, Pratyush and Modhur.

The warmth of his character is best felt in the following words of his colleague from Sony, Hiroshi Yoshioka: "Neel has been one of my great friends for almost fourteen years. Time to time, we talked a lot about the business, world, friends, family, future, and even pandemic. I still hear his voice when I want to talk on something. Have a peaceful rest and talk to me!"

- Hiya Bhattacharjee